OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 08 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 08 - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

কৃত্তিবাস বিরচিত ‘শ্রীরাম পাঁচালি’ অন্তর্মুখ বাঙালির গৃহের সম্পদ

ড. বিনয় বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ
Email ID: binaybarman.net@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
বাঙালি, কৃত্তিবাস ওঝা, শ্রীরাম পাঁচালি, বাল্মিকী, কম্ব রামায়ণ, আধ্যান্নরামায়ণ, ভানুভক্তের রামায়ণ, চন্দ্রাবতির রামায়ণ, মানসিক, সমাজ-সংস্কৃতি।

Abstract
কোন সাহিত্যের মূল্য বিচার করার বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হল সমাজ বাস্তবতা। সাহিত্যের সমাজভাস্য সেই সমাজের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূণ্য। এক্ষেত্রে কৃত্তিবাস ওঝার ‘শ্রীরাম পাচাঁলি’র কাহিনীর কথা না বললেই নয়। কেননা রামচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে জড়িত এই কাহিনীকে সত্য-রুচিবোধ সম্পন্ন বাঙালি আপন করে নিয়েছে। বাঙালি এর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। নিজের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতিকে খুঁজে পেয়েছে। তাই পনেরো’শো শতক থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালির গৃহে রামায়ণ স্থান করে নিয়েছে। এই ধরনের চর্চায় বাঙালি পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলেছে। রামায়ণ নিয়ে বাঙালির যেন আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু শুধু সমাজ-সংস্কৃতি নয়, কৃত্তিবাসের রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর মধ্যেও রয়েছে বাঙালিয়ানার ভাব। বাল্মিকীর রামায়ণের অনেক বিষয়কে তিনি বর্জন করেছেন। যা বাঙালির হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূণ্য, বাঙালি নিজের বলে গ্রহন করতে পারবে এমন সমস্ত বিষয়কে কবি কৃত্তিবাস তার কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই শুধু ভাব-পরিবেশ নয়, মানসিক দিক দিয়েও ‘শ্রীরাম পাঁচালি’ হয়ে বাঙালি ঘরানার। এই দৃষ্ঠিভঙ্গি থেকেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

Discussion

‘রামায়ণী কথা’র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানান ‘রামায়ণ-মহাভারতকে যখন জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন বিদেশি সাহিত্য ভান্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক। আমরা এই এপিক শব্দের বাংলা করিয়াছি মহাকাব্য।’[১] অর্থাৎ বাল্মীকির রামায়ণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একখানা প্রমাণ্য গ্রন্থ। যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চেতনাকে এখানে রুপ দান করা হয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলস, টয়েনবি, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে সন-তারিখ যুক্ত কোন রাজা-রাজরার কাহিনীকেই কেবল ইতিহাস বলতে পারিনা; যুগধর্মের ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজ জীবনের চিত্রপটকেও ইতিহাসের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 08 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।[২] অর্থাৎ সেদিক দিয়ে রামায়ণে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সমাজ জীবনের যে সত্য ও বিস্তৃত চিত্র প্রদান করা হয়েছে তা ইতিহাসের তুলনায় কম নয়।

বাল্মীকির সময়ের প্রাচীন ভারত পরবর্তী কালে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জনজাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সাহিত্য ধারার। বাল্মীকির রামায়নে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের এই প্রমাণ ইতিহাসকে পরবর্তী কালে কোন জনগোষ্ঠী উপেক্ষা করতে পারেননি। বাল্মীকির রামায়ণ অনূদিত হয়েছে একাধিক ভাষায়। তামিল ভাষায় অনূদিত কম্ব রামায়ণ, মহর্ষি বম্পের রচিত মারাঠি 'ভাবার্থ রামায়ণ', বাংলায় রচিত মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', কন্নড় ভাষায় রচিত অভিনব পম্প নাগচন্দ্রের 'রামচন্দ্র চরিত পুরাণম', মালায়লমে রচিত লুজন এনুজচন-এর 'আধ্যান্নরামায়ণ', উর্দু ভাষায় রচিত চক্রাবন্তের রামায়ণ' এবং নেপালি ভাষায় রচিত ভানুভক্ত আচার্যের রামায়ণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] এছাড়া বাল্মীকির পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' সমগ্র ভারতে ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

বাঙালি কবি কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালি' বাংলার গৃহের সম্পদ। এই কাব্যে একদিকে যেমন বাংলার গৃহের কথা উঠে এসেছে, তেমনি এখানে মধ্যযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়ও রয়েছে।[৪] মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই বলেছেন- 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলংকার'। পঞ্চদশ শতকে কবি কৃত্তিবাস তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তারপরেও কয়েক জন বাঙালি কবি রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেন। অদ্ভুত আচার্য অনূদিত রামায়ণ, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী অনূদিত সংক্ষিপ্ত রামায়ন, শঙ্কর কবিচন্দ্রের বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, জগৎরাম ও রামপ্রসাদের রামায়ণ এবং রামানন্দ ঘোষের 'নতুন রামায়ণ' এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তবে এই সমস্ত রামায়ণ কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো এত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।[৫] কৃত্তিবাসের রামায়ণ আবিষ্কারের পূর্বে বাল্মিকী রামায়ণ বাঙালির গৃহধর্মে যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠে ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ আবিষ্কারের পর তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাঙালির মুখে-মুখে গীতার পরেই ঘুরতে থাকে রামায়ণ কথা। কৃত্তিবাসের এই জনপ্রিয়তার কারণ কাব্যে বাঙালির গৃহধর্মের কথা এবং বাঙালির জীবন চিত্রের প্রতিফলন।

বাল্মীকির প্রাচীন ভারত নয়, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এবং বাঙালির সমাজ জীবনই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে সপ্তকান্ড রামায়ণ রচনা করে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের দরবারে প্রশংসা লাভ করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানান 'ভারতবর্ষ রামায়ন-মহাভারতে আর কিছুই বাকি রাখে নাই। ...মুদির দোকান হইতে রাজার প্রসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় মূল বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনীগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। আসলে মধ্যযুগের অনুবাদের অর্থ ছিল আক্ষরিক অনুবাদ নয় ভাবানুবাদ। তাই কবি কৃত্তিবাস বাল্মিকী রামায়ণের অবিকল অনুসরণ করেননি। তবে কাব্যের কাহিনী নির্মাণে তিনি যে বাল্মীকির কাছে ঋণী ছিলেন সেকথা বাল্মীকি বন্দনার মধ্য দিয়ে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভ ক্ষনে বিরচিলা ভাষা রামায়ণ'।।

তবে কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলে রয়েছে বাঙালিয়ানা। বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে কেবল সারকথা সংগ্রহ করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি কৃত্তিবাস শ্রীরামকথাকে বাঙালির জীবন কাব্যে পরিণত করেছেন। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অন্যান্য পুরাণ কাহিনী থেকে সংগৃহীত তত্ত্ব কথাকে। আর এই কারনেই কবিকে মূল রামায়ণের কিছু অংশ বর্জন করে নতুন কাহিনী সংযোজন করতে হয়েছে। কৃত্তিবাস সংযোজিত নতুন কাহিনী গুলি সংগৃহীত হয়েছে অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ, জৈমিনিভারত, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। তবে তিনি কখনো হুবহু অনুসরণ করেননি, বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীকে রামায়ণের উপযোগী করে ব্যবহার করেছেন। বাল্মীকির মূল রামায়ণের অনেক কাহিনী তিনি বর্জন করলেও কখনো কাহিনীর গতির ব্যাঘাত ঘটাননি।

কাব্যের সূচনায় বাল্মীকির রামায়ণে প্রাপ্ত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের কথা এবং শোকাহত ঋষির মুখ থেকে শ্লোক উচ্চারিত হওয়ার কাহিনী কৃত্তিবাস উল্লেখ করেননি। বরং কাব্যের সূচনায় দস্যু রত্নাকরের কাহিনী বিবৃত করেছেন। এছাড়া কার্তিকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 08 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, বিশ্বামিত্রের কথা, অম্বরিশ রাজার যজ্ঞ কৃত্তিবাস তার রামায়ণে উল্লেখ করেননি। তার পরিবর্তে তিনি রাজা দশরথের পূর্ব পুরুষ দিলীপের কাহিনী তুলে ধরেছেন। যা বাল্মীকির রামায়ণে নেই। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের আদি কান্ডে রাজা হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী তিনি গ্রহন করেছেন ভাগবত ও মার্কন্ডেয় পুরাণ থেকে। দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির ফলে প্রজাগণের চরম দুর্দশার কাহিনী তিনি স্কন্দ ও কালিকা পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেন। আদি কাণ্ডে বর্ণিত অন্যান্য পুরাণ থেকে সংগৃহীত এই সমস্ত কাহিনী ছাড়াও কবি কৃত্তিবাস নিজস্ব কল্পনায় কিছু কাহিনীকে সংযোজন করেছেন। যেমন - জটায়ু ও দশরথের মিত্রতা পাতানো, গণেশের জন্ম, এবং সম্বরাসুর বধ, গুহক চন্ডালের সঙ্গে মিত্রতা ইত্যাদি।

অহল্যার কাহিনীর ক্ষেত্রেও উভয় কবির ভাবনাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাল্মিকীর রামায়ণে ঋষি গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে এলে অহল্যা মুনি বেশধারী ইন্দ্রকে বুঝতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও অহল্যা মিলনের সম্মতি দেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের অহল্যা ইন্দ্রের ছলনা বুঝতে পারেননি। তাই জানান-

অহল্যা গৌতম জ্ঞানে করে সম্ভাষণ।
আজিকেন অতি ত্বরা গৃহে আগমন।।

কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর অরণ্য কান্ডে শরভঙ্গ ঋষি কর্তৃক রামচন্দ্রকে ইন্দ্র প্রদত্ত ধনুর্বাণ এবং রাম নাম করতে করতে আগুনে দেহ ত্যাগের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে অস্ত্র দানের কোন উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসের কাব্যে লক্ষ্মণের গন্ডি দানের কথা উল্লেখ আছে। সীতার কর্কশ বাক্য সহ্য করতে না পেরে লক্ষণ যখন সোনার হরিণ রুপি রাক্ষসের অনুসরণকারী রামচন্দ্রের সন্ধানে যান তখন কুঠির প্রাঙ্গণে একটি গণ্ডি টেনে সীতাকে তা লঙ্ঘন করতে বারণ করেন। লক্ষণের এই গন্ডির তথা লক্ষ্মন রেখার কথা বাল্মিকীর রামায়ণে নেই।

সুন্দর কান্ডে হনুমান সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সীতা অমৃত ফল খেতে দেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে হনুমানের অমৃত ফল খাওয়ার কোন বর্ণনার উল্লেখ নেই। বাল্মীকির রামায়ণে রাবন কর্তৃক বিভীষনকে ভৎসনা করার কথা লঙ্কা কান্ডে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাস এই ঘটনা সুন্দর কান্ডেই বর্ণনা করেছেন। লঙ্কা কান্ডে উল্লেখিত চন্ডি দেবীর অকাল বোধনের কাহিনীটি কবি কৃত্তিবাস বৃহধর্ম্ম পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই কান্ডেই মেঘনাদের সঙ্গে লক্ষণের যুদ্ধ এবং মৃত্যু মুখে পতিত হলে পবন নন্দন হনুমানের ঋষ্যমুখ পর্বতে ঔষধ আনতে যাওয়ার কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণে নেই। কবি কৃত্তিবাস এই কাহিনী নিয়েছেন অদ্ভুত রামায়ণ থেকে। এ প্রসঙ্গে কবি জানান -

‘নাহিকো এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।

এছাড়া আধ্যাত্ম রামায়ণ থেকেও তিনি দুটি কাহিনী কাব্যের মধ্যে সংযোজন করেছেন। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষণ শক্তিশেলে পড়লে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত ঔষধ আনতে যায়। সেখানে ছদ্মবেশী কালনেমীর সঙ্গে হনুমানের প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং কালনেমীর মৃত্যু বাল্মিকী রামায়ণে নেই। এছাড়া রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধারের পর রাম কর্তৃক হনুমানকে স্বর্ণহার উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গটি কবি কৃত্তিবাস আধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

এই লঙ্কা কান্ডের মধ্যেই কবি কৃত্তিবাস নিজস্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে কিছু নতুন কাহিনীকে কাব্যের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। যেমন - তরণীসেন বধ, বীরবাহু, ভস্মলোচন বধ কবির নিজস্ব কল্পিত কাহিনী। লক্ষণ শক্তিশেলে পড়লে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধ আনতে যায় এবং অর্ধরাতে রাবনের দেশে সূর্য উঠলে হনুমান সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ করে। সূর্যকে ধারণ করার কাহিনী কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি। এছাড়া মহীরাবন ও অহীরাবন বধ, রামচন্দ্রের অকাল বোধন ও একশো আটটি নীল পদ্মের কাহিনী, ছদ্দবেশী হনুমানের মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবান হরণ এবং সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ বাল্মিকী রামায়ণ নেই। ব্রহ্ম অস্ত্রে রামচন্দ্র রাবণকে হত্যা করার পর রাবণের কাছ থেকে রামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষা কবি কৃত্তিবাসের কাব্যে নতুন সৃষ্টি। এই সমস্ত কাহিনী কবি নিজস্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 08 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাল্মীকির রামায়ণ থেকে মূল সারকথা গ্রহণ করে কবি কৃত্তিবাস কল্পনা শক্তির সাহায্যে যে নতুন কাহিনী গড়ে তুলেছেন তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির জীবন যাত্রার নানা প্রসঙ্গ। ফলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ হয়ে উঠেছে বাঙালির অন্তরের সম্পদ। মূল বাল্মীকি রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের যে মহৎ আদর্শ, চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৃহৎ জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে, কবি কৃত্তিবাস তার কোনোটিকেই গ্রহণ না করে রামায়ণকে বাঙালির সহজাত মানসিকতার উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। ফলে ভাবগত দিক দিয়েও কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির রামায়ণ থেকে লক্ষণীয় ভাবে পৃথক হয়ে উঠেছে। বাল্মীকির রাম আর্য সভ্যতার প্রতিভূ, মহা পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় বীরনরপতি। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র বাঙালির প্রাণের ঠাকুরে পরিণত হয়েছে। পাপি-তাপিকে উদ্ধারের জন্য তাঁর জন্ম। তাই কবি কৃত্তিবাস জানান –

‘একবার রাম নামে সর্ব পাপ ক্ষয়।’

এই রাম দশরথের মৃত্যু সংবাদে হত চৈতন্য হয়ে পড়েন। সীতা নির্বাসনের পর আত্ম বিস্মৃত রাম যেন রামত্ব হারিয়ে হয়ে ওঠেন একজন সাধারন বাঙ্গালী মানুষ। ভরত আর লক্ষণ অগ্রজের আজ্ঞাবহ বাঙ্গালী সহোদর। বাল্মীকির লক্ষণ রাম বনবাসের প্রাককালে দশরথের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু কৃত্তিবাসের লক্ষণের এই প্রতিবাদ অতটা তীব্র নয়। বরং সেখানে বাঙালির কোমল স্বভাব হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। আর সীতা আদর্শ কুলবধূ। বাঙালির মতোই লজ্জাশীলা সংকুচিতা, সামান্য বিপদের আশঙ্কায় কম্পিতা।

‘জানকী কাপেন যেন কলার বাদুড়ী’।

রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতা তাই অসহায়ের মতো বিলাপ করে। আবার সীতার মনের মধ্যেও দেখা দেয় সপত্নীর আশংখ্যা।

‘আরবার ধনুক আনিল ভৃগু মুনি।
নাহি জানি হবে মোর কতেক সতিনী’।।

কৈকেয়ী, মন্থরা বা সুপর্ণখা প্রতিটি চরিত্র বাঙালির ঘরোয়া আদর্শে চিত্রিত। পরম প্রতাপশালী রাবণের মধ্যেও কবি কৃত্তিবাস ভক্তিরসের সৃষ্টি করেছেন। তাই রামচন্দ্রকে ‘অনাদিপুরুষ’ বলে রামের হাতেই মুক্তি কামনার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।

‘জন্মিয়া ভারত ভূমে আমি অনাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার’।।

আর রামচন্দ্র তারই ভক্ত তরণীসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ভেবে কেঁদে ফেলেছে। বিভীষণ রামচন্দ্রকে জানায়–

‘লঙ্কাপুরেও তোমার ভক্ত একজন।।
তোমার চরণ বীণা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে।।

কৃত্তিবাসের বর্ণনার মধ্যেও কাব্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নানাচিত্র ফুটে উঠেছে। রামের সন্ধানে ভরত গুহক চণ্ডালের কাছে এলে গুহক তাকে দৈ, দুধ, নারিকেল, সুপারি, আম-জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করে। রামের মিতা গুহককে ভরত আলিঙ্গন করার বাসনা প্রকাশ করলে গুহক চন্ডাল না করেননি।

‘গুহক চন্ডালে ভরত দিলেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দিলেন বহু মূল্যধন।।’

আর ঋষি ভরতদ্বাজ তাঁর আশ্রমে ভরত সহ সৈন্যদের যা খেতে দিয়েছেন তা বাঙালির জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

‘সুগন্ধি কোমল অন্ন দেবের নির্ম্মাণ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অমৃত সমান।।
চন্দ্রাবতী বড়া পিঠে মুগের সামলী।
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি।।

বাঙালির আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসের কথাও কবি কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। বাঙালির দশকর্ম বিধান অনুসারে রামচন্দ্রের জন্মাচার পালন করা হয়েছে। জন্মের পর বিধি অনুসারে পুত্রদের নাম রাখা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 08 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কৌশল্যার সনে রাজা করি অনুমান।
তোমার পুত্রের নাম থুইল শ্রীরাম।।
কৈকয়ীর পুত্র দেখিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
ভরত নাম থুইল তার দেখি মনোহর।।
সুমিত্রার তনয় জমজ দুই জন।
দুজনার নাম থুইল লক্ষণ শত্রুঘ্ন।।
একই দিবসে কৈল চারি জনের নামকরণ।
রাম লক্ষণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।।

এছাড়া জন্মের পাঁচ দিনে পাঁচুটি, ছয় দিনে ছয়ষষ্ঠী এবং ছয় মাসে অন্নপ্রাশন করার কথা বলা হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেও রয়েছে বাঙালিয়ানা। যেমন - মতিচুর, রসকরা, গুরপিঠে, কলারবড়া, তালেরবড়া, ছানারবড়া, পায়েস ইত্যাদি। উত্তর কান্ডে সীতাদেবী চৌদ্দ বৎসরের বনবাসী লক্ষণকে সহস্তে রান্না করে যা খেতে দিয়েছেন তা বাঙ্গালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য।

প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাস ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরণ।।
শেষে অম্বলান্তে হল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্ঠকাদি যত।।

বাঙালির বিবাহ রীতির পরিচয়ও কবি কৃত্তিবাস তুলে ধরেছেন রাম-লক্ষণ-ভরত ও শত্রুঘ্নর বিবাহের মধ্য দিয়ে। বিবাহের পূর্বে মঙ্গল আচার সহযোগে জনক ও তার ভ্রাতা কুশধ্বজের চার কন্যার অধিবাস কীর্তন ও বিভিন্ন গীত বাদ্যের আয়োজন করা হয়েছে, যা বাঙালির সংস্কার বা রীতি।

আগে চারি কন্যার কৈল মঙ্গল আচার।
তবে অধিবাস করিলা চারি কুমারী।।
নানা গীত বাদ্য বাজে নানা শব্দ শুনি।
রাজ জয় মহাশব্দ হইল আকাশ বাণী।।

অধিবাসের পরের দিন প্রভাতে উঠে স্নানের পূর্বে পাত্রদের ক্ষৌরকর্ম করা হয়েছে। বিবাহের পূর্বে জনক রাজার স্ত্রী সীতাকে শিখিয়ে দিয়েছেন বিবাহের ব্যবহার।তিনি সীতাকে জানান-

রাম হাথে কজ্জল দিতে বাসয়ে সঙ্কোচ।
বিভায় ব্যবহার আছে কিছু নাহি দোষ।।
গলার মালা বদলিয়া বাম হাত দিয়া।
পুষ্প বৃষ্টি করিবা রামচন্দ্র দেখিয়া।।
লজ্জা না করিহ চাহিও নয়নে নয়নে।
তবে সোহাগিনী হবে রঘুনাথের স্থানে।।

এছাড়া সাতবার প্রদক্ষিণ করার কথা রয়েছে কাব্যের মধ্যে।

‘সাতবার প্রদক্ষিণ বিভার পরিমিত।
সাতবার প্রদক্ষিণ করেছে ত্বড়িত।।

বাঙালির জীবন-জীবিকা, বেশ-ভূষা, রীতিনীতির কথাও কবি কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। পশু পক্ষীর কথার মধ্য দিয়েও উঠে এসেছে বাংলার প্রকৃতি পরিবেশের চিত্র।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 08 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সারস সারসী ডাকে কাক কাদা খোঁচা।
গৃহিণী কোকিল চিল আর কালো পেঁচা।।

এছাড়া আরও রয়েছে –

দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে।।
বা
কুম্ভকর্ণ স্কন্দে চড়ি বীর গন নাচে।
বাদুর ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।।

কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ পাঁচালীতে যেভাবে বাঙালির আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও সংস্কার-বিশ্বাসকে কাব্যের অন্তঃপুরে উপস্থাপন করেছেন তাতে আর্য কবির রস জাহ্নবী রামায়ণ বাঙালির মন-নদীতে পরিণত হয়েছে। এখানেই প্রকাশিত হয়েছে বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমূহ। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষণের ভাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি বা পতিনিষ্ঠা, বাঙালির বিভিন্ন নৈতিক আদর্শ আধ্যাত্মিকতায় এখানে পরিবেশিত হয়েছে। তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালির হৃদয় হরণ করেছে। স্থান করে নিয়েছে বাঙালির ঘরে ঘরে। রামায়ণ পাঠ কেবল বাঙালির মনের খোরাক যোগায়নি, বাঙালির মনকে দিয়েছে শান্তির বার্তা। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির ঘরে ঘরে বেচেঁ ছিলেন, ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে।

Reference:

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, রামায়ণীকথা, সোপান, কলকাতা, সোপান সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৯ (ভূমিকা)
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থসংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পৃ. (ভুমিকা)
৩. চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না, পূর্ব ভারতের রামায়ণ কথা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ. ১৭
৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৪, পৃ. ২৫
৫. ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পা), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ২৫